**আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৪**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, শনিবার, ২৪ ফাল্গুন, ১৪২০, ০৮ মার্চ, ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ, নারী সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং

সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০১৪ উপলক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারী-পুরুষের সম সুযোগ, অধিকার, মজুরী ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ। এ বছরের নারী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য -‘‘সকল ক্ষেত্রে সমতা, বাড়বে নারীর ক্ষমতা''। এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালিত হচ্ছে।

আজকের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সেই দু'লক্ষ মা-বোনকে যাঁদের সম্ভ্রম ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি অসীম সাহসী নারী মুক্তিযোদ্ধাদের যাঁরা স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছিলেন। স্মরণ করছি সেই নারীদের যাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা-সেবা দিয়েছেন, খাদ্য ও আশ্রয় দিয়েছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমন একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন যে রাষ্ট্র হবে শোষণ-বঞ্চনামুক্ত, যে রাষ্ট্রে বেগম রোকেয়ার বর্ণিত অবরোধবাসিনী নারী পাবে তার অধিকার, সমতা ও সমমর্যাদা।

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

            নারীরা এখন বিশ্বব্যাপী ত্রিমাত্রিক দায়িত্ব পালন করেন। পেশাগত, পারিবারিক ও ঘরগৃহস্থলির পরিচালনা এবং সামাজিক অংশগ্রহণমূলক কর্মকান্ড তারা সুচারুভাবে সম্পন্ন করছেন। আমাদের দেশের নারীরা পুরুষের পাশাপাশি যেভাবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছাতে পেরেছে, তেমনি ঘরে-বাইরে নিজেদের নিয়ে গেছে সাফল্যের সুউচ্চ শিখরে।

বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা, স্পিকার ও সংসদ উপনেতা নারী। সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি, প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ও মাঠ প্রশাসনে, পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী ও বহির্বিশ্বে প্রতিনিধিত্ব মূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণ-নারীর ক্ষমতায়নে আমাদের ধারাবাহিক পদক্ষেপেরই প্রতিফলন।

নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আমাদের সরকার জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০টি করেছে। ইউনিয়ন,উপজেলা ও পৌরসভায় সংরক্ষিত নারী আসন এক-তৃতীয়াংশে উন্নীত করেছি। এসব আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২০ জন নারী সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন।

আওয়ামী লীগ সরকারই ২০০০ সাল থেকে সশস্ত্র বাহিনীতে নারী অফিসার নিয়োগ শুরু করে। মাঠ প্রশাসনে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আনা হয়। এবারই প্রথম একজন নারী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব পেলেন। প্রথম মহিলা বিচারপতিও ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে নিয়োগ দেয়া হয়।

সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদত্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমাদের সরকার নারীকে সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ও নারীর প্রতি পারিবারিক পর্যায়ে সংঘটিত সহিংসতা প্রতিরোধ করার জন্য ‘‘পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০'' পাস ও কার্যকর করেছে।

নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার, সুরক্ষা ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ‘‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১'' প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নারীর সকল চাহিদা পূরণে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

জাতিসংঘের সংশি­ষ্ট সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

ডায়াবেটিক সমিতি এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে নারী ও শিশুদের সুচিকিৎসার লক্ষ্যে ঢাকায় ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ‘‘ডায়াবেটিক, এন্ডোক্রাইন ও মেটাবলিক হাসপাতাল'' চালু করা হয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্প লাইন (নং-১০৯২১) সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সেন্টারে দিনরাত ২৪ ঘন্টা ফোন করে প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শ ও দেশে বিদ্যমান সেবা-সহায়তা সম্পর্কে জানা যায়।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে ৭টি বিভাগীয় শহরে অবস্থিত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান স্টপ-ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবার জন্য জেলা পর্যায়ে ৪০টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ২০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল (ওসিস) স্থাপন করা হয়েছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

নির্যাতিত নারীদের মানসিক স্বাস্থ্য ও সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে ঢাকায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে অমত্মর্ভুক্ত করা, বিধবা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, প্রণয়ন ও বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি (ভিজিডি) অব্যাহত রাখা হয়েছে।

ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় দুস্থ মহিলাদের প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বা গম দেয়া হচ্ছে। গত ৫ বছরে এই কর্মসূচির সুবিধাপ্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ।

চরম দরিদ্র মহিলা জনগোষ্ঠির জন্য দেশের ৮টি জেলায় ভিজিডি (আলট্রা পুওর) কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৮০ হাজার চরম দরিদ্র মহিলাকে মাথাপিছু মাসিক ৪০০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি, আয়বর্ধক কাজে প্রশিক্ষণ শেষে মাথাপিছু সাড়ে সাত হাজার টাকা মূল্যের উৎপাদন-সামগ্রী দেয়া হয়েছে।

দেশে প্রথমবারের মতো শহরাঞ্চলে ‘‘কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল'' গঠন  করা হয়েছে। ৬১টি জেলা শহরের সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ল্যকাটেটিং মায়েদের প্রতিমাসে ৪০০ টাকা করে ভাতা দেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের উপকারভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ২২ হাজার ৭২৫ জন।

পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র সন্তানসম্ভবা নারীদের জন্য ৩৫০ টাকা হারে ভাতা দেয়া হচ্ছে।

নির্যাতিত, দুস্থ মহিলা ও শিশুদের চিকিৎসা, আইনি সহায়তা ও কর্মসংস্থান সহায়তা নিশ্চিত করতে নির্যাতিত, দুস্থ মহিলা ও শিশুকল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে।

মাতৃত্বকাল ছুটি ৪ মাসের পরিবর্তে সবেতনে ৬ মাসে বর্ধিত করা হয়েছে।

পাসপোর্টে বাবার পাশাপাশি মাতার নাম সংযুক্তকরণ, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ২০০৯-এ মাতার নাগরিকত্বের ভিত্তিতে সন্তানের নাগরিকত্ব নির্ধারণের বিধান এবং ইভ্ টিজিং প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ প্রণয়ন করে।

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

নারীর দক্ষতা উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নে শহীদ শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীতে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের গার্মেন্টস, বিউটিফিকেশন, মোবাইল সার্ভিসিং, টেইলারিং, ব্ল­ক-বাটিক ও বেসিক কম্পিউটার বিষয়ে ৬ মাস মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হতদরিদ্র নারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ময়মনসিংহে বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আধুনিক পদ্ধতিতে হাউজ কিপিং, কেয়ার গিভিং এবং বিউটিফিকেশন কোর্সে তাত্ত্বিক ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

সাভারের আশুলিয়ায় মহিলা গার্মেন্টস কর্মীদের আবাসন সমস্যা নিরসনে ৮৩৬ শয্যা বিশিষ্ট ১২ তলা আবাসিক ভবনের কাজ দ্রুততার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে।

ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা বিপণন এবং বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ঢাকায় বিপণন কেন্দ্র ‘‘জয়িতা'' চালু করা হয়েছে। এর ফলে নারী উদ্যোক্তারা তাদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন।

মহিলা, শিশু ও কিশোরীগণ বিচারকালীন সময়ে নিরাপত্তা হেফাজতে জেলখানায় সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে মিশে মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই গাজীপুর জেলার কাশিমপুরে মহিলা, শিশু ও কিশোরীদের নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিতে নারীর অংশীদারিত্ব সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরে ৪০টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে।

সমবেত সুধিবৃন্দ,

আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি নারী। নারীকে উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অসম্ভব। নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ আজ সারাবিশ্বের কাছে একটি মডেল হিসাবে প্রশংসিত হচ্ছে। এ কৃতিত্ব আমাদের নারীদের যারা সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শৃঙ্খলকে ছিন্ন করে নিজেদের সম্মান ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। এ কৃতিত্বের অংশীদার অবশ্যই সেই পুরুষরা যারা পুরুষতান্ত্রিকতার উর্ধ্বে উঠে নারীর সমঅধিকারের পক্ষে সহযোদ্ধা হয়ে কাজ করেছেন।

আমি সচেতন পুরুষদের প্রতি আহ্বান রাখছি, যেন তারা কন্যাশিশুর প্রতি সমআচরণ করেন, তাদের খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা ও যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পারিবারিক সহিংসতাসহ নারীর প্রতি সবধরণের সহিংসতা প্রতিরোধে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমাদের নারীরা যখন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে তখন আমরা লক্ষ্য করছি একটি মহল ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে, নারী-বিদ্বেষী অপপ্রচার করে নারীদের গৃহবন্দী করে রাখতে চায়। শিক্ষা ও জীবিকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায়।

তাদের কাছে আমি জানতে চাই, পবিত্র কোরআন শরীফ ও হাদিসের কোন জায়গায় নারীকে গৃহবন্দী করে রাখার নির্দেশ দেয়া আছে? বরং পবিত্র ইসলাম ধর্মই নারীর সম্মান নিশ্চিত করেছে। শিক্ষা এবং সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে।

যারা নারী-বিদ্বেষী অপপ্রচার করেন তারা কেন ভুলে যান রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর হাত ধরে প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী আর কেউ নন, একজন নারী, হজরত বিবি খাদিজা। তারা কেনো ভুলে যান যে, বিবি খাদিজা নিজে তাঁর ব্যবসা পরিচালনা করতেন? হজরত বিবি আয়েশা (রাঃ) নিজে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

নারীকে গৃহবন্দী রাখার জন্য ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং নারী-বিদ্বেষী অপপ্রচার বন্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আমি আপনাদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

পাশাপাশি আমি নারীদের বলবো, একজন মা হিসাবে, একজন স্ত্রী হিসাবে আপনারাই পারেন সমাজ থেকে অন্যায়, দুর্নীতি, লোভ-লালসা, মাদকাসক্তি দূরীকরণে প্রধান ভূমিকা রাখতে।

একজন মা হিসাবে আপনি যদি দুর্নীতিপরায়ন হন, সন্তানের যথাযথ শিক্ষা নিশ্চিত না করেন, বিলাস-ব্যসনে ডুবে থাকেন তবে সন্তান আপনার কাছ থেকে কি শিখবে তার উদাহরণ আমাদের দেশেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

একজন স্ত্রী'ই পারেন স্বামীর সততার সহযাত্রী হতে, প্রকৃত সহধর্মিনী হতে। এ প্রসঙ্গে আমি আমার মা' এর কথা স্মরণ করতে চাই।

ধন-সম্পত্তি, ক্ষমতা বা মন্ত্রীর স্ত্রী হওয়ার লোভ আমার মায়ের ছিলনা বলেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবন নির্লোভ থেকে দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে পেরেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর সারাজীবনের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ফসল, আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। আর বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামের পিছনের মূল প্রেরণাদাত্রী আর কেউ নন, তার সহধর্মিনী, জীবন-মরণের সহযাত্রী, আমার মা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব।

আসুন, আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমরা সকলে মিলে একটি সমতাভিত্তিক বিশ্ব গড়ে তোলার অঙ্গীকার করি। এমন একটি সমাজ গড়ে তুলি যেখানে নারীর ন্যায্য অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত হবে।

উপস্থিত সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৪ উদ্‌যাপনের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করছি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।